দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

03

১ হাজার ৭২৯ জন শিক্ষকের অনুদান বন্ধের প্রস্তাব

দেশে ১৩৬টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভুয়া

।। জাকারিয়া কাজল ।।

দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১শ' ৩৬টিকে ভুয়া এবং বিভিন্ন অনিয়মের কারণে আরো ১ হাজার ৯৭টি প্রতিষ্ঠানের অনুদান বন্ধযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার ৭শ' ২৯ জন শিক্ষকের অনুদানও বন্ধের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুদান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত এ তিনটি ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হলে ৩০ কোটি টাকারও বেশী বাঁচবে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপকালে এ তথ্য পাওয়া গেছে। জরিপকালে ৫শ' ৬০টি প্রতিষ্ঠান পুনঃ জরিপযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের পেছনে ব্যয় হচ্ছে ১৩ কোটি ৩৩ লাখ ৫২ হাজার ৮শ' ৭ টাকা। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ১৯৯৩-এ নিয়োজিত গণনাকারীগণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহকালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগের উল্লেখ করেন। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পূরণকৃত প্রশ্নমালায় লিখিত তথ্যাদির আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। জরিপ কমিটির সদস্য এবং ব্যানবেইস-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ কাজ

২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভুয়া

-প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পন্ন করেছেন। জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা বিভাগে ৫টি ভুয়া প্রতিষ্ঠান রয়েছে—যার পেছনে ব্যয় হচ্ছে ৪ লাখ ২২ হাজার ৭শ' ৩০ টাকা। এ বিভাগে ২শ' ৫৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুদান বন্ধ করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ খাতে ৫ কোটি ৯৭ লাখ ৮৫ হাজার ১শ' ৩৮ টাকা সাশ্রয় হবে। ঢাকা বিভাগে ১শ' ৩৮টি প্রতিষ্ঠান পুনঃ জরিপযোগ্য। এগুলোর পেছনে ব্যয় হয় ৪ কোটি ৪ লাখ ৫০ হাজার ৪শ' ১৭ টাকা। ঢাকা বিভাগে ৪শ' ৬৩ জন শিক্ষকের অনুদান বন্ধের প্রস্তাব করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩, যাদের পেছনে ব্যয় হয় ৩ লাখ ৬ হাজার ৯শ' টাকা। এ বিভাগে ১শ' ৬টি প্রতিষ্ঠানের অনুদান বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। এ খাতে সাশ্রয় হবে ১ কোটি ৮৭ লাখ ৮৬ হাজার ৯শ' ৯৩ টাকা। এ বিভাগে পুনঃ জরিপযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১শ' ৬২, যাদের পেছনে ৩ কোটি ৩৪ লাখ ৯ হাজার ১শ' ৩৬ টাকা ব্যয় হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ৩শ' ৮০ জন শিক্ষকের অনুদান বন্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খুলনা বিভাগে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬টি, যাদের পেছনে ব্যয়ের পরিমাণ ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৩শ' ২২ টাকা। এ বিভাগে ২০টি প্রতিষ্ঠানের অনুদান বন্ধযোগ্য। এ খাতে সাশ্রয় হবে ৪৫ লাখ ৯ হাজার ৩শ' ৮০ টাকা। রাজশাহী বিভাগে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪১টি, যাদের পেছনে ব্যয় হচ্ছে ৫ লাখ ৫৭ হাজার ১শ' ৩০ টাকা। এ বিভাগে অনুদান বন্ধযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩শ' ৩টি, যাদের পেছনে ব্যয় হয় ৬ কোটি ৬৬ লাখ ৮৮ হাজার ৪শ' ৭৩ টাকা। এ বিভাগে ১শ' ৮৪টি প্রতিষ্ঠান পুনঃ জরিপযোগ্য, যাদের পেছনে ব্যয় হয় ৪ কোটি ২১ লাখ ২৪ হাজার ২শ' ২৪ টাকা। এ বিভাগে ৫শ' ১৫ জন শিক্ষকের অনুদান বন্ধের প্রস্তাব করা হয়েছে। বরিশাল বিভাগে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭১টি, যাদের পেছনে ব্যয় হয় ৬৮ লাখ ৬৬ হাজার ৮শ' ৯৬ টাকা।

এ বিভাগে অনুদান বন্ধযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪শ' ১১টি, যাদের পেছনে ব্যয় হয় ৯ কোটি ৭৭ লাখ ৯২ হাজার ২শ' ৭৮ টাকা। এ বিভাগে পুনঃ জরিপযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৬টি, যাদের ব্যয় ১ কোটি ৭৩ লাখ ৬৯ হাজার ৩০ টাকা, এ বিভাগে ৩শ' ৭১ জন শিক্ষকের অনুদান বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। ভুয়া প্রতিষ্ঠান, অনুদান বন্ধের সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠান এবং প্রস্তাবিত অনুদান বন্ধকৃত শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ করা হলে ৩০ কোটি ৪২ লাখ ৬৭ হাজার ৬শ' টাকা সাশ্রয় হবে। জরিপ রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা হয়েছে। বিষয়টি এখন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন।